[redacted]

[redacted]

প্রতিবেশিরা জানান, তাদের এই জীবনে ছেলে-মেয়ে থেকেও নেই। আমরা যত টুকু পারি তাদের দেখি। আমাদের কাছে মাঝে মাঝে রান্নার জন্য চাল দেয়। তা রান্না করে দিই। পাশাপাশি আমরা নিজেরাও খাবার দাবার দিই।

এব্যাপারে ছেলেদের সাথে যোগযোগ করা হলে কেউ কিছু বলতে রাজি হয়নি। তবে বড় ছেলে আজিল শেখের স্ত্রী বলেন, আমরাই তো দেখাশুনা করি। তাছাড়া আবার কে করে।

শতবর্ষী এই দম্পতির মানবেতর জীবন-যাপন করার ব্যাপারে জানেত চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য ডালিম হোসেন জানান, রহমতুল্লার বয়ষ্ক ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সেটা দিয়ে কোন মতে চলে। তাছাড়া পাড়া প্রতিবেশি ও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের ওষুধপত্র কেনার ব্যবস্থা করি। এছাড়াতো আমারও কিছু করার নেই।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম জানান, এরকম দম্পতির ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন তথ্য ছিলনা। আপনাদের মাধ্যমে জানলাম। উপজেলা প্রশাসন থেকে যতটুকু সম্ভব আমি তাদের জন্য ভালো কিছু ব্যবস্থা করব।